বিশ্রামদিনের বিশ্রাম

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: *আদি ১:২৬, ২৭; পিতর ২:১৯; যাত্রা ১৯:৬; যোহন ৫:৭-১৬; যাত্রা ৩২:১৩, ১৬, ১৭।*

মুখস্থপদ: "ছয় দিন কার্য করিতে হইবে, কিন্তু সপ্তম দিবসে বিশ্রামার্থক বিশ্রামপর্ব, পবিত্র সভা হইবে, তোমরা কোন কার্য করিবে না; সেই দিন তোমাদের সকল নিবাসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন" (লেবীয় ২৩:৩)।

সপ্তম দিনের বিশ্রামবার পালন না করার পক্ষে খ্রীষ্টিয়ানরা অনেক যুক্তি দর্শায়। কিছু খ্রীষ্টিয়ান বলে যীশু বিশ্রামদিনকে রবিবারে পরিবর্তন করেছেন। অথবা, যীশু বিশ্রামদিন বাতিল করেছেন। অথবা, পৌল তুলে দিয়েছেন। অন্য খ্রীষ্টিয়ানরা বলে, নূতন নিয়মের যুগে মণ্ডলীর পরিচালকরা সপ্তম দিনের বিশ্রামবারকে রবিবারে পরিবর্তন করেছে। রবিবার হল যীশুর পুনরুত্থানের দিন। বিশ্রামদিন পালন না করার পিছনে সাম্প্রতিক যুক্তি চাতুর্যপূর্ণ। অর্থাৎ, এই সব চাতুর্যপূর্ণ ধারণাগুলোর বিপদ দেখতে পাওয়াটা আমাদের জন্য বড়ই কঠিন। এই ধারণাগুলো আসলে খারাপ না। কিন্তু মানুষ তাদের মিথ্যাচারকে প্রমাণিত করার জন্য এই ধারণাগুলো অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ধারণা হচ্ছে, যীশু আমাদের বিশ্রামদিনের বিশ্রাম। সুতরাং, আমাদের সপ্তম দিন কিংবা অন্য কোন দিন বিশ্রামের দরকার নেই।

তবে, বহু খ্রীষ্টিয়ান এখন একটি বিশ্রামের দিনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। নিঃসন্দেহে, তারা রবিবারকে বিশ্রামের সঠিক দিন বলে থাকে। অথবা, পালনের দিন নিয়ে ঈশ্বরের কোন আপত্তি নেই। আমরা জানি, বাইবেল এই শিক্ষাগুলোকে ভুল ধারণা বলছে। সেভেন্থ ডে অ্যাড্ভেন্টিস্ট হিসেবে, আমরা বুঝি যে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা চিরদিন থাকবে। কিন্তু এই খ্রীষ্টিয়ানরা এখন দেখতে শুরু করেছে যে, একটি বিশ্রামের দিন গুরুত্বপূর্ণ।

এ সপ্তাহে, ঈশ্বর প্রদত্ত বিশ্রামদিনে বিশ্রামের আদেশের প্রতি আমরা অধিক গুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টি দিব। আমরা জানব যে, আমাদের জীবনে এই বিশ্রাম এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন।

রবিবার **আগস্ট ২৯**

বিশ্রামদিন স্মরণ করিও (আদি ১:২৬, ২৭)

চতুর্থ আজ্ঞা হচ্ছে একমাত্র আজ্ঞা যেটি 'স্মরণ করিও' ক্রিয়াপদ দিয়ে শুরু হচ্ছে। চতুর্থ আজ্ঞা আমাদের বলে না যে, 'চুরি না করার কথা স্মরণ করিও,' কিংবা 'নরহত্যা না করার কথা স্মরণ করিও।' চতুর্থ আজ্ঞা আমাদের বিশ্রামদিন স্মরণ করতে বলছে।

'স্মরণ করিও' কথাটি আমাদেরকে ইতিহাস ও অতীত ঘটনা নিয়ে ভাবতে সাহায্য করে। সুতরাং, যখন আমরা স্মরণ করি, তখন আমরা অতীতে সঙ্গে একটি যোগসূত্র তৈরি করি। চতুর্থ আজ্ঞা আমাদেরকে অতীতের সেই সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে যখন ঈশ্বর ছয়দিনে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। পরে তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন।

আদি ১:২৬, ২৭ ও ৯:৬ পদ পড়ুন। কেন আমরা অসাধারণ, এ-বিষয়ে এই পদগুলো আমাদের কি শিক্ষা দেয়? ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্ট থেকে মানুষ কতটা আলাদা? এটা বোঝা কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা অনেক আলাদা?

.....

.....

যখন আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য স্মরণ করি, তখন আমরা এও স্মরণ করি যে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা বানর প্রজাতি হতে আসিনি। আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। নিজের প্রতিমূর্তি ব্যতীত ঈশ্বর অন্য কোন প্রতিমূর্তিতে আমাদের নির্মাণ করেননি। সুতরাং, মানুষ হিসেবে, আমরা এই গ্রহের অন্য যেকোন প্রাণি অপেক্ষা আলাদা। মানুষ হিসেবে, ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্ট অপেক্ষা আমরা আলাদা।

প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্মরণ করতে ছয় দিনে ঈশ্বরের পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করার বিষয়টি আমাদের কিভাবে সাহায্য করে? উত্তরের জন্য আদি ২:১৫, ১৯ পদ পড়ুন।

যখন আমরা স্মরণ করি যে, ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তখন আমরা পৃথিবীর সেই সমস্তকিছুর কথাও স্মরণ করি, যে-সমস্তকিছুর উপরে ঈশ্বর আমাদের

দায়িত্ব দিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপরে আমাদের অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক করলেন। তিনি পৃথিবীর দায়িত্ব আমাদের দিলেন। তাই, এই পৃথিবীর পরিচর্যা আমাদের এমনভাবে করতে হবে যাতে ঈশ্বরের সম্মান থাকে।

হ্যাঁ, পাপ সমস্ত বিশৃঙ্খলা বাধিয়েছে। কিন্তু এই পৃথিবী ঈশ্বরের। সুতরাং, পৃথিবীর কিংবা অন্য কোন মানুষের ক্ষতি আমরা করব না। অন্য অনেক লোক পৃথিবীর কিংবা একে অন্যের ক্ষতি করে থাকে। তাদের মন্দ আচরণ মানবের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কিংবা এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে যায়।

বিশ্রামদিন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে আমাদের সাহায্য করে। বিশ্রামদিন কিভাবে আমাদেরকে এই পৃথিবীর যথাযথ যত্ন নিতে সাহায্য করে?

.....

.....

সোমবার **আগস্ট ৩০**

আমাদের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন (২ পিতর ২:১৯)

মোশি দশ আজ্ঞা দুইবার লিখেছেন: প্রথমে যাত্রা পুস্তকে ও পরে দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে। আমরা দেখি যে, যাত্রা পুস্তকে বর্ণীত বিশ্রামদিন বিষয়ক আজ্ঞা আমাদের সেই সময়কে স্মরণ করায় যখন ঈশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন। মোশি ইস্রায়েল জাতিকে ৪০ বছর প্রান্তরে যাপন করার ইতিহাস বলছেন। পরে তিনি তাদেরকে আবার দশ আজ্ঞা দিচ্ছেন। এ সময়, মোশি ইস্রায়েল জাতিকে একটি ভিন্ন কারণে বিশ্রামদিন স্মরণ করতে বলেন। তাদের বিশ্রামদিন স্মরণ করতে হবে কারণ ঈশ্বর তাদেরকে মিসরের দাস্যকর্ম থেকে মুক্ত করেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২-১৫)।

আজ আমরা মিসরের দাস নই। কিন্তু, আমাদের কিসের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হবে? উত্তরের জন্য আদি ৪:৭; ইব্রীয় ১২:১; এবং ২ পিতর ২:১৯ পদ পড়ুন।

.....

.....

বিশ্রামদিন হচ্ছে পাপের দাসত্ব থেকে প্রাপ্ত স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের দিন। বিশ্রামদিনে আমরা স্মরণ করি যে, ঈশ্বর আমাদের স্বাধীনতা দিচ্ছেন। ঈশ্বর বিনামূল্যে আমাদের এই স্বাধীনতা সাধছেন। তাঁর উপহার আমাদের বিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্রামদিন আমাদের আরও স্মরণ করাচ্ছে যে, আমরা নিজেদের চেষ্টায় পাপ থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে পারি না। মিসর দেশ পরিত্যাগের আগের রাতে ইস্রায়েলের প্রথমজাত সন্তানের প্রতি যা ঘটেছিল, সে-ঘটনায় আমরা বাইবেলের এই সত্য দেখতে পাই। মেষের রক্তে সন্তানেরা রক্ষা পেয়েছিল। মিসর পরিত্যাগের আগের সন্ধ্যায় মেষের রক্ত দরজার পাশে লেপন করা হয়েছিল (যাত্রা ১২)। একই ভাবে, মেষ-শাবকের রক্ত আমাদের পরিত্রাণ করে। যীশুর রক্ত আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করে।

রোমীয় ৬:১-৭ পদ পড়ুন। পৌল এখানে কি দেখাচ্ছেন যা আমাদেরকে বিশ্রামদিনের প্রতিজ্ঞাত স্বাধীনতা দেখিয়ে দেয়?

.....

.....

দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৫ পদের বর্ণনা দেখুন: "স্মরণে রাখিও, মিসর দেশে তুমি দাস ছিলে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বলবান হস্ত ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা তথা হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন; এই জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিশ্রামদিন পালন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন।" এই পদে, মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা স্মরণ করতে সাহায্য করছেন যে, একমাত্র ঈশ্বর তাদের রক্ষা করতে পারেন। খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে এখানে আমাদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা কেবল যীশুর কারণে পরিত্রাণ পেয়েছি।

বিশ্রামদিনের আদেশ আমাদেরকে সেই শান্তির বিশ্রামের কথা বলে যা যীশু আমাদের জন্য যোগান দিয়েছেন। ঈশ্বর আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করছেন এবং নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য অসার প্রচেষ্টা থেকে রেহাই দিয়েছেন। বিশ্রামদিন আমাদের স্মরণ করতে সাহায্য করছে যে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, আমাদের নবায়নের জন্য আমরা তাঁর উপরে আস্থা রাখতে পারি। আমরা আস্থা রাখতে পারি যে, আমরা যদি চাই, তাহলে তিনি আমাদের এ-মুহূর্তে মুক্ত করবেন।

মঙ্গলবার **আগস্ট ৩১**

তোমাদের নগরে বসবাসকারী বিদেশি (যাত্রা ১৯:৬)

যাত্রা ১৯:৬ পদ পড়ুন। এই পদ বাইবেলের যুগের ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে কি বলে? (আরও পড়ুন, ১ পিতর ২:৯)।

.....

.....

ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের মিসর থেকে বের করে আনলেন। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে নিজস্ব প্রজা মনোনয়ন করলেন। তিনি তাদের সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করলেন। ঈশ্বর পরিকল্পনা করলেন যেন ইস্রায়েল জাতি জগতের প্রত্যেককে যীশুর সুসমাচার জানায়। ঈশ্বর ইস্রায়েলদের বিশেষ যত্ন নিলেন। তিনি তাদের রক্ষা করলেন এবং নানাবিধ উপহার দিলেন। একই সঙ্গে, ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে দায়িত্ব দিলেন যেন তারা মানবের সঙ্গে বাইবেলের সত্য সহভাগ করে। পরিতাপের বিষয় হল, ইস্রায়েল সন্তানেরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকল না।

যাত্রা ২৩:১২ পদ পড়ুন। এই পদ কি বলছে? যারা ঈশ্বরের মনোনীত নয় তাদের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি সম্পর্কে এই পদ আমাদের কি শিক্ষা দিচ্ছে?

.....

.....

বিশ্রামদিন সবার জন্য। অনেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য জানে না। নিঃসন্দেহে, যে বড় ভুলটি মানুষ করে থাকে, তা হল- তারা মনে করে যে, বিশ্রামদিন কেবল যিহূদীদের জন্য। কিন্তু আমরা যদি আদি ১ ও ২ অধ্যায় দেখি, তাহলে দেখি, এ-ধারণা ভুল। ঈশ্বর সকল মানবকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, সকল মানবকে বিশ্রামদিন স্মরণ করতে হবে।

বিশ্রামদিনের গুরুত্ব আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। একই সঙ্গে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অন্য লোকদের বিষয়ে বিশ্রামদিন আমাদের কি শিক্ষা দিচ্ছে। বিশ্রামবারের বিশ্রাম আমাদেরকে সেই ত্রাণকর্তার কাছে আনবে

যিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন এবং আমাদের জন্য মরলেন। যখন আমরা যীশুর কাছে আসি, তখন আমরা লোকদেরকে নতুন চোখে দেখব। আমরা তাদেরকে এমনভাবে দেখব যাদেরকে একই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। সকল মানুষ একই প্রেমময় ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র। একই ঈশ্বর যিনি আমাদের জন্য মরেছেন, তিনি অন্যদের জন্যও মরেছেন। যাত্রা ২০:১০ ও দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৪ পদে আমরা যেমনিভাবে দেখি– দাস-দাসী, বিদেশী, ও এমনকি পশুপাল– সবার জন্য বিশ্রামবারের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

আমাদের নগরে বসবাসকারী বিদেশীরা হচ্ছে সেই লোক যাদের সঙ্গে এখনও ঈশ্বরের বিশেষ চুক্তি হয়নি। কিন্তু ঈশ্বর চান তারাও যেন বিশ্রামবারের বিশ্রাম উপভোগ করে। ব্যাপারটা আমাদেরকে বিশ্রামের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। সহমানব, এমনকি জীবজন্তু যেন কখনও ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিংবা মন্দভাবে ব্যবহৃত না হয়। প্রতি সপ্তাহে, ইব্রীয়রা (এবং আমরাও) একটি চৎমকার উপায়ে স্মরণ করব যে, আমরাও অন্য লোকদের মত। আমরা হয়ত সেই আশীর্বাদ ভোগ করছি যা অন্যরা পাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, আমরা সবাই অভিন্ন মানবজাতির অংশ। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সদয় হতে হবে।

বুধবার **সেপ্টেম্বর ১**

বিশ্রামদিনে লোকদের সেবা করলে ঈশ্বর সমাদৃত হন (যোহন ৫:৭-১৬)

নূতন নিয়মের সময়ে যিহূদী নেতারা বিশ্রামবার পালনের ব্যাপারে অসংখ্য নিয়ম তৈরি করেছিল। এসবের কতগুলো কি কি? বিশ্রামদিনে গিট বাধা যাবে না কিংবা গিট খোলা যাবে না। গিট বাধা কিংবা গিট খোলা হচ্ছে কাজ। আপনি আগুন জ্বালাতে পারবেন না। আপনার নিজের ঘর থেকে অন্য কোন ঘরে কিংবা অন্য কোন স্থানে কোন উপকরণ দেওয়া-নেওয়া করতে পারবেন না।

যোহন ৫:৭-১৬ পদে যিহূদী ধর্মীয় নেতারা যীশুকে কি দোষে দোষী করেছিল?

.....

.....

যীশু একজন খঞ্জ রোগীকে সুস্থ করেন। বেচারি এই লোকটি ৩৮ বছর যাবৎ অসুস্থ ছিল। ধর্মীয় নেতারা কি এই লোকটিকে হাঁটাতে পারত? না! নেতারা

অলৌকিক কাজটির প্রতি মনোযোগ দেয়নি। নেতারা কোন্ দিকে মনোযোগ দিয়েছিল? তারা ছিল হতাশ যে, লোকটি বিশ্রামদিনে জনসম্মুখে তার বিছানা বহন করছে! নেতারা সেই বার্তাটি দেখতে পাইনি যে-বার্তাটি তাদের জন্য শিক্ষণীয় ছিল। তারা এটা দেখতে ব্যর্থ হয়েছে যে, যীশু বিশ্রামদিনকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করছেন। নেতারা কেবল তাদের তৈরি নিয়ম-কানুনগুলো নিয়ে ভাবিত ছিল। নেতাদের মত একই ভুল না করার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

যিশাইয় ৫৮:২, ৩ পদ অনুসারে, যীশু কি চান, আমরা কিভাবে বিশ্রামদিন পালন করব? বিশ্রামদিন পালনের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা কি?

ঈশ্বর চান না যে, আমরা বিশ্রামদিনে তাঁর অসার আরাধনা করি। বাস্তবিক, তিনি চান আমরা যেন লোকদের সাহায্য করি ও সেবা করি।

যিশাইয় ৫৮:১৩, ১৪ পদে, যিশাইয় এই ধারণাটি সহজ ও স্পষ্ট করছেন: "তুমি যদি বিশ্রামবার লঙ্ঘন হইতে আপন পা ফিরাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে আমোদদায়ক, ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌরবান্বিত বল, এবং তোমার নিজ কার্য সাধন না করিয়া, নিজ অভিলাষের চেষ্টা না করিয়া, নিজ কথা না কহিয়া যদি তাহা গৌরবান্বিত কর, তবে তুমি সদাপ্রভুতে আমোদিত হইবে, এবং আমি তোমাকে পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া আরোহণ করাইব, এবং তোমার পিতা যাকোবের অধিকার ভোগ করাইব, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে।"

'নিজ অভিলাষ চেষ্টা' করা কিংবা 'নিজ কার্য সাধন' করা মানে হচ্ছে বিশ্রামদিন লঙ্ঘন করা (যিশাইয় ৫৮:১৩)। ঈশ্বর আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যেন আমরা দরিদ্রদের পরিচর্যা করি, অবহেলিতদের তত্ত্বাবধান করি, এবং ক্ষুধিত ও বস্ত্রহীনদের যত্ন নেই। অন্য যেকোন দিন অপেক্ষা বরং বিশ্রামদিনে নিজেদের বিষয়ে ভাবিত না হয়ে বরং অন্যদের প্রয়োজন নিয়ে অধিক ভাবতে হবে।

বৃহস্পতিবার **সেপ্টেম্বর ২**

আমাদের উপরে ঈশ্বরের অধিকারের চিহ্ন (যাত্রা ৩১:১৩, ১৬, ১৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে, ইংল্যাণ্ড অনুমান করেছিল যে, যেকোন সময় জার্মান সৈনরা তাদের আক্রমণ করতে পারে। তারা তাদের দ্বীপ রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমত প্রস্তুত ছিল। নিঃসন্দেহে, ইংল্যাণ্ডের রাস্তাগুলো ছিল শত্রুদের পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অধিক সহায়ক। তাই, ইংলিশ জাতি শহরের

বহু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান আটকে দিয়েছিল। পরে ইংলিশ নেতারা অদ্ভুত কিছু করল। নেতারা শত্রুদের গতি কমিয়ে দিতে চাইল এবং তাদের দিশেহারা করে দিতে চাইল। তাই তারা রেলপথের ও সড়ক পথের দিক-নির্ণয়ক চিহ্নগুলো সরিয়ে দিল। ভবনের উপরে থাকা সংকেতিক চিহ্নগুলো সিমেন্টে দিয়ে ঢেকে দিল।

রাস্তা ও ভবনের সংকেতিক চিহ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ওগুলো আমাদের পথ চলতে সাহায্য করে। ওগুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয় যে, আমরা কোথায় আছি এবং আমাদের কোথায় যেতে হবে। জিপিএস উদ্ভাবনের পূর্বে আমরা সবই দিক-নির্ণয়ের জন্য মানচিত্র ব্যবহার করতাম। আমাদের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য আমরা সাংকেতিক চিহ্ন দেখতাম। চিহ্নগুলো আমাদের নিশ্চিত করত যে, আমরা সঠিক নাকি ভুল পথে যাচ্ছি।

বিশ্রামদিন কিসের চিহ্ন? যাত্রা ৩১:১৩, ১৬, ১৭ পদ পড়ুন। আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী। তাহলে, আমাদের বর্তমান সময়ে জন্য যাত্রা ৩১:১৩, ১৬, ১৭ পদ কি অর্থ বহন করছে?

.....

.....

বাইবেলের যুগে যাত্রা ৩১:১৩, ১৬, ১৭ পদের কথাগুলো ইস্রায়েল জাতির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল। কিন্তু পৌল আমাদের বলছেন যে, "আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী" (গালাতীয় ৩:২৯)। সুতরাং, ইস্রায়েল জাতির উদ্দেশ্য কথিত কথাগুলো আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। সে কারণে, বিশ্রামদিন হচ্ছে ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মাঝে একটি চিহ্ন। যাত্রা ৩১ অধ্যায় আমাদের দেখায় যে, বিশ্রামদিন হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী চিহ্ন যা ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে স্থাপন করেছেন (যাত্রা ৩১:১৬, ১৭)। বিশ্রামদিন আমাদেরকে আমাদের ত্রাণকর্তাকে জানতে সাহায্য করে। তিনি হলেন সেই যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের পবিত্রও করেছেন। বিশ্রামদিন হচ্ছে একটি বড় পতাকা যা প্রতি সপ্তম দিনে একটি উচু খাম্বায় উত্তোলন করা হয়। যখন আমরা এই 'পতাকা' দেখি, তখন আমরা ঈশ্বরকে সম্মান করার ও তাঁর আরাধনা করার বিষয় স্মরণ করি। মানুষ হিসেবে আমরা অধিকন্তু বিশ্রামদিন পালনের ও ঈশ্বরকে প্রথমে রাখার কথা ভুলে যাই। সুতরাং, তাঁর আরাধনা করার বিষয়টি স্মরণে রাখার সুবিধার্থে ঈশ্বর আমাদের বিশ্রামদিন দিয়েছেন।

আমরা প্রতি সপ্তাহে বিশ্রামদিন পাই। বিশ্রামদিন আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। বিশ্রামদিন আরও দেখায় যে, ঈশ্বর আমাদের পাপ থেকে মুক্তও করেছেন। বিশ্রামদিন আমাদের দেখতে সাহায্য করে যে, অবহেলিতদের যত্ন নেবার দয়িত্ব আমাদের। বিশ্রামদিন আমাদের স্মরণে রাখতে সাহায্য করে যে, আমরা কে এবং আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন এবং ঈশ্বর এখন আমাদের জন্য কি করছেন। বিশ্রামদিন আমাদের আরও দেখায় যে, যখন নতুন আকাশমণ্ডল ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করা হবে তখন ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করবেন।

.....

.....

শুক্রবার **সেপ্টেম্বর ৩**

অতিরিক্ত আলোচনা: "সারা সপ্তাহ্ ধরে আমরা বিশ্রামদিন নিয়ে ভাবব। বিশ্রামদিনের জন্য আমরা সপ্তাব্যাপী প্রস্তুত হব। তাহলে আমরা ঈশ্বরের নির্দেশ মোতাবেক দিনটি পালন করতে পারব। আমরা অবশ্যই বিশ্রামদিনকে এমন নিয়ম-কানুনের মধ্যে আবৃত রাখব না যে, আমরা কী করতে পারি এবং কী করতে পারি না।

"স্বর্গে প্রত্যেকে বিশ্রামদিন পালন করেন। কিন্তু তারা বিশ্রামদিন নিষ্প্রাণভাবে পালন করেন না। ঈশ্বর ও তাঁর দূতেরা এদিন কিছু না করে বসে বসে সময় কাটান না। বিশ্রামদিনে, আমাদের অবশ্যই আত্মিকভাবে সজাগ থাকতে হবে। কেন? কারণ, এদিন আমরা আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা যীশুর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি! বিশ্বাস দ্বারা আমরা যীশুকে দেখতে পারি। যীশু গভীর আগ্রহে আমাদের প্রত্যেককে সতেজ করতে চান এবং আশীর্বাদ করতে চান।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *টেস্টিমনিজ ফর্ দি চার্চ*, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৫৩।

"অন্যান্য দিন অপেক্ষা বিশ্রামবারে ঈশ্বরের উপরে দাবি আরও অনেক বেশী। তাঁহার প্রজাবৃন্দ তখন তাহাদের নিত্যকর্ম পরিহার করিয়া ধ্যান ও উপাসনায় সময় ব্যয় করে। তাহারা অন্যান্য দিন অপেক্ষা বিশ্রামবারে তাহার নিকট হইতে অধিকতর আশীর্বাদ দাবি করে। তাহারা তাঁহার বাছাই করা আশীর্বাদ লাভের নিমিত্ত আকুল ভাবে কামনা করে। এই সকল অনুরোধ মঞ্জুর করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর বিশ্রামবার অতিক্রান্ত হাইবার অপেক্ষা করেন না। ঈশ্বরের কার্য কখনও শেষ হয় না, আর মানুষেরও কখনও সৎকার্য করা হইতে নিবৃত্ত হওয়া

উচিত নহে। নিরর্থক আলস্যে যাপন করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্রামদিন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ব্যবস্থা প্রভুর বিশ্রাম দিনে জাগতিক কোন শ্রম-নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে; যে শ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জিত হয় তাহা হইতে অবশ্যই নিবৃত্ত হইতে হইবে; জাগতিক আমোদ-প্রমোদ কিম্বা লাভের নিমিত্ত কোন প্রকার শ্রম-নিয়োগ সেই দিনে বিধেয় নহে কিন্তু ঈশ্বর যেমন তাঁহার সৃজন কার্যে বিরতি দান করিয়া বিশ্রামদিনে বিশ্রাম করিলেন এবং ইহাকে আশীর্বাদ করিলেন, তেমনি মনুষ্যের কর্তব্য তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যকর্ম পরিহার পূর্বক সেই পবিত্র সময়টি স্বাস্থ্যসম্মত বিশ্রাম, আরাধনা এবং পবিত্র কার্যসমূহের নিমিত্ত উৎসর্গ করা, রোগীদিগকে খ্রীষ্টের আরোগ্যদান কার্যটি ছিল সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাসম্মত। ইহা দ্বারা বিশ্রামদিনটি সমাদৃত হইত।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *সর্ব-যুগের বাসনা*, পৃষ্ঠা: ১৯৬।

আলোচ্য প্রশ্নবলী:

১। বর্তমানে বহু দেশের লোকেরা আমাদের গ্রহের যত্ন নেবার বিষয়ে মানুষকে বলে থাকে। অ্যাড্ভেন্টিস্ট হিসেবে, কিভাবে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাণিকুল ও গ্রহের একজন উত্তম ব্যবস্থাপক হতে পারি?

২। অন্যদের সাহায্য করার ব্যাপারটি কোথা হতে শুরু হয়? আমাদের হৃদয় ও মন থেকে। আমাদের মণ্ডলীর, শহরের ও পরিবারের চারপাশের লোকদের আরও অধিক যত্ন নেওয়ার বিষয়টি কিভাবে শিখতে পারি? বিশ্রামদিন কিভাবে আমাদেরকে অসহায়, দরিদ্র, গৃহহীন ও ক্ষুধার্ত লোকদের যত্ন নেবার সুযোগ করে দেয়?

৩। প্রতি শাব্বাথে, আমরা স্মরণ করি যে, ঈশ্বর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর মানুষকে যেভাবে দেখেন, বিশ্রামদিন তাদেরকে সেভাবে দেখতে আমাদের সাহায্য করে: প্রেমের দৃষ্টিতে। বিশ্রামদিন আমাদের কিভাবে স্মরণে রাখতে সাহায্য করে যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই? আমাদের এই অনুবোধকিভাবে লোকদেরকে আরও অধিক প্রেম করতে সাহায্য করবে?